AKASHVANI(Kolkata)
Regional News Unit

Date: 11-12-2025 **Desk inCharg:- SDG**
Time: 7-35 AM **Compailing:- Priya B.**
DEO : KB **NRT : Priya B.**
Announcement :- আকাশবাণী / খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ৫৬৩ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেরা দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করেছেন।

২/ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের এন্যুমারেশন পর্ব আজ শেষ হচ্ছে। # এখনো পর্যন্ত ৫৭ লক্ষ ৫২ হাজারের বেশী ফর্ম 'আনকালেক্টেবেল' বা অসংগৃহীত বলে চিহ্নিত হয়েছে।

৩/ বহুতল ভবন ও আবাসন এলাকায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও প্রস্তাব না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। # ফের সমীক্ষার নির্দেশ।

৪/ প্রতিটি বুথের মৃত, স্থানান্তরিত ও অনুপস্থিত ভোটারদের তথ্য, বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

৫/ এক দশকের বেশি সময় পর রাজ্যের চার জেলায় সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের নিয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র।

****

আসাম, মেঘালয়ের মতো রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেরা দেওয়া সম্ভব হলেও, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত'ই বছরের পর বছর খোলা পড়ে রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করেছেন।

লোকসভায় গতকাল নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনার জবাবি ভাষণে শ্রী শাহ্ অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হন। রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায়, আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৫৬৩ কিলোমিটার এলাকায় বেরা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি জানান।

(বাইট- অমিত শাহ/ সীমান্ত)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং তা' সংশোধন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। SIR নিয়ে বিরোধীরা মিথ্যে প্রচার চালাচ্ছেন এবং তা' দেশ, সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করছে।

****

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন- SIR-এর এন্যুমারেশন পর্ব আজ শেষ হচ্ছে। ১২ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর এই চার দিন তথ্য পুনর্যাচাই –এর কাজ চলবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ই ডিসেম্বর।

এদিকে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনো সংযোগ পাওয়া যায়নি এমন ভোটারদের পাশাপাশি বাবা মায়ের সঙ্গে যেসব ভোটারদের বয়সের পার্থক্যে অসঙ্গতি রয়েছে, তাদেরকেও শুনানির জন্য ডাকা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, সর্বশেষ পাওয়া খবরে রাজ্যে ৫৭ লক্ষ ৫২ হাজারের বেশী ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম আনকালেক্টেবেল বা অসংগৃহীত বলে চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা ২৪ লক্ষের বেশী। ১১ লক্ষের বেশী ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যত্র স্থানান্তরিত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ১৯ লক্ষের বেশী ভোটার।

****

বহুতল ভবন ও আবাসন এলাকায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও প্রস্তাব না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিকবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য থেকে নতুন বুথ তৈরির বিষয়ে কোনও আবেদন পাঠানো হয়নি। গতকাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানিয়েছে, এই বিষয়টি খুবই গুরুতর। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও এলাকায় ভোটকেন্দ্র না থাকে, তবে তার দায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদেরই নিতে হবে। এই কারণে রাজ্যের সমস্ত ডিইও-দের প্রতি কড়া বার্তা পাঠিয়েছে কমিশন। রাজ্যে বিধানসভা ভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রতিটি জেলায় নতুন করে সমীক্ষা করতে হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই কাজ করতে হবে ডিইও-দের।

বিশেষ করে বহুতল ভবন, গ্রুপ হাউজিং সোসাইটি, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত কলোনি, বস্তি এলাকা এবং গেটেড সোসাইটিগুলিতে বুথের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখতে হবে। যেখানে সমীক্ষায় দেখা যাবে ২৫০টি বাড়ি বা ৫০০ জন ভোটার রয়েছেন, সেখানে আলাদা ভোটকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব দিতে হবে।

****

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজ খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পাঁচ বিশেষ রোল অবজারভার জেলা সফর করছেন। গতকাল রাজ্যে পৌঁছানোর পর তাঁরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, বিশেষ পর্যবেক্ষকরা সব জেলায় গিয়ে এনুমারেশন প্রক্রিয়ার

নমুনা সহ সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখবেন। বৈঠক করবেন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এবং সরাসরি কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন।

এদিকে, প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ রোল অবজারভার ওই ডিভিশনের আওতায় থাকা কুমার রবিকান্ত সিং ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হাওড়া, নদীয়া, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, দুই ২৪ পরগণার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে গতকাল বৈঠক করেন।

অন্যদিকে, বর্ধমান ডিভিশনে নিযুক্ত বিশেষ রোল অবসার্ভার কৃষ্ণ কুমার নিরালা, গতরাতেই পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের দপ্তরে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, CPIM-এর প্রতিনিধিরাও।

****

দেশজুড়ে যে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে প্রতিটি বুথের মৃত, স্থানান্তরিত ও অনুপস্থিত' ভোটারদের তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিহারে SIR চলাকালীন যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, একই মডেল এবার অন্য রাজ্যেও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বুথ স্তরে যেসব ভোটারকে ‘অ্যাবসেন্ট’, ‘শিফটেড’, ‘ডেড’ অথবা ‘ডুপ্লিকেট’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যাঁদের কাছে বারবার গিয়েও বুথ লেভেল আধিকারিকরা পৌঁছতে পারেননি, সেই সমস্ত ভোটারের তথ্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত এজেন্টদের হাতে তুলে দিতে হবে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আরও বাড়াতে এবং কোনও যোগ্য ভোটার যাতে ভুলবশত তালিকা বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।

****

রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজে যুক্ত BLO-রা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়েছেন আকাশবাণী সংবাদের সঙ্গে।

বাঁকুড়া থেকে আমাদের জেলা সংবাদদাতার একটি প্রতিবেদন।

(ভয়েসকাস্ট – বাঁকুড়া)

****

২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়নি এই ধরণের ভোটাদাতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রয়েছে কলকাতায়। এর মধ্যে রাসবিহারীতে নো-ম্যাপিংয়ের সংখ্যা ১৩ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কেন্দ্র ভবানীপুরে নো-ম্যাপিং ১২ শতাংশ। কলকাতা বন্দরে এই হার ১১ শতাংশ। বালিগঞ্জে ১০ শতাংশ। এছাড়াও কলকাতার মধ্যে শুধু মাত্র জোড়াসাঁকোয় নিখোঁজ, স্থানান্তরিত, মৃত ভোটারের সংখ্যা ৭৩ হাজার বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলা স্তরে উত্তর ২৪ পরগনায় নো-ম্যাপিংয়ের সংখ্যা ৮.৫%। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সেই সংখ্যা হল ৩.২%।

****

রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর নজরদারি চালাতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল আজ সংশ্লিষ্ট এজেন্সি গুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। কলকাতার ‘Bengal Chamber of Commerce and Industry’ BCCI-তে সকাল সাড়ে ১১ টায় ওই বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক সহ রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার নগরপাল, চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল সহ ২৫টি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আজ থেকেই এজেন্সি গুলি কাজ শুরু করবে বলে জানা গেছে।

****

এক দশকের বেশি সময় পর রাজ্যের চার জেলায় সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের নিয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র। ‘মেরিন ফিশারিজ সেন্সাস ২০২৫’ নামে এই সমীক্ষার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের সদস্যদের পেশা, কত বছর ধরে মাছ ধরার কাজে যুক্ত, বিকল্প আয়ের সংস্থান আছে কি না—ইত্যাদি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলায় এই সমীক্ষা হবে। একই সঙ্গে দেশের অন্যান্য উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও এই কর্মসূচি চলবে। কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে। সেই নির্দেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতেও শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। রাজ্যের মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে। তাদের তত্ত্বাবধানেই গোটা প্রক্রিয়া চলবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে ‘ইনিউমারেটর’ নিয়োগ করা হবে। সমীক্ষকদের ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে এবং স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারা বাধ্যতামূলক। কোন ব্লকে কতজন ইনিউমারেটর কাজ করবেন, তা নির্ভর করবে ওই এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর সংখ্যার উপর।

****

দেশের গৌরবময় শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও অসাধারণ শিল্পকুশলতাকে স্বীকৃতি দিতে শিল্পগুরু এবং হস্তশিল্পে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে এই পুরস্কার প্রদান করেন। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে মোট ১২ জন ‘শিল্প গুরু’ পুরস্কার পেয়েছেন। ৩৬ জন কারুশিল্পী জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত

হয়েছেন। এর মধ্যে এরাজ্যেরও ১ জন জাতীয় পুরস্কার এবং পাঁচজন শিল্প গুরু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

একটি প্রতিবেদন-

(ক্যাপসুল- কাশফিন)

****

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মালিকানা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে শুনানি শুরু হয়েছে। এর আগে জনস্বার্থ মামলা, ট্রাস্টি কমিটির নির্বাচন, আর্থিক অনিয়ম-সহ নানা অভিযোগে দায়ের মূল মামলা নিয়ে ২০২২ সালে শুনানি শুরু হলেও গত প্রায় দু বছর নানা কারণে তা থমকে যায়। এবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা পাঠানো হয়েছে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। ১৭ই ডিসেম্বর মূল মামলার শুনানি শুরু হবে। তার আগে কেন্দ্র ও রাজ্যকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে হাইকোর্টের পূর্ব নির্দেশ মেনে কেন্দ্র ও রাজ্যকে পরবর্তী শুনানিতে রিপোর্ট জমা দিয়ে জানাতে হবে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ট্রাস্টকে তারা কোনো আর্থিক অনুদান দিয়েছে কি না।

****

রেশন দুর্নীতি, জমি দখল সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত সন্দেশখালির বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায়, এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ভোলানাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ও গাড়ির চালক শাহানুরের।

যদিও তাঁর পরিবার একে নিছক দুর্ঘটনা বলে মানতে চায়নি, বরং পরিকল্পনামাফিক হামলা বলে দাবী করেছে। ভোলানাথবাবুর স্ত্রী পুষ্পরানী ঘোষ জানিয়েছেন, বহুদিন ধরেই তাঁর স্বামীকে এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছিল।

উল্লেখ্য, গতকাল বাসন্তী হাইওয়ের কাছে বয়ারমারি পেট্রোল পাম্পের সামনে ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি, দুর্ঘটনার কবলে পরে।

অন্যদিকে, শেখ শাজাহান জেলে বসেই তার বিরুদ্ধে অন্যতম সাক্ষীকে খুনের চক্রান্ত করেছে বলে CPIM এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন।

****

উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টারে পরীক্ষার্থীদের ১০ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রশ্ন পড়ার জন্য এই বাড়তি সময় পাবেন পরীক্ষার্থীরা। আগামী বছর ১২ ই ফেব্রুয়ারি চতুর্থ সেমিস্টার শুরু হবে। সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। তবে, প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে সকাল ৯ টা ৫০ মিনিটে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র দেওয়া হবে দশটাতেই।

উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারে সময়াভাবের অভিযোগ করেছিলেন পরীক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ।

চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা চলবে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সংসদ জানিয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনলাইনে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে পরীক্ষার্থীদের দিতে হবে। তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা ও পুরনো পদ্ধতির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হবে।

****

কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আবার কিছুটা কমেছে। আজ সকালে নূন্যতম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দেড়

ডিগ্রী কম। আগামী কয়েকদিন কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ডক্টর হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কম থাকবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

****